ইসলামের বিজয়গাথা

খিলাফাতে রাশিদা থেকে আব্বাসীয় যুগ

–মাহমুদ শাকির

মাকতাবাতুস সালাফ

প্রকাশনায়:
মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭

পরিবেশনা
তূবা পাবলিকেশন

প্রকাশকাল:
সেপ্টেম্বর ২০২৬ ঈসায়ী

অঙ্গসজ্জা
আতাউল্লাহ্

মুদ্রণ:
আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN:

নির্ধারিত মূল্য : ৩৩০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা

মুক্তি ও বিজয়ের যে নীতি খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে সূচিত হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে পৃথিবীর বুকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে মুসলিম সেনাবাহিনী এমন এক উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে, তারা পশ্চিমে আন্দালুস (বৃহত্তর স্পেন) থেকে পূর্বে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত নিজেদের প্রভাব ও সীমান্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়।

মুসলিম বাহিনী সে সময়ের বিশ্বের দুই পরাশক্তি সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেছিল। একই সঙ্গে তারা বিচ্ছিন্ন আরব গোত্রগুলোকে এক উম্মাহর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি নিরাপদ ও সুদৃঢ় প্রাণভূমি প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে এমন একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে ওঠে, যার উপর দাঁড়িয়ে ইসলামী সভ্যতা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—সব ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নতি ও ক্রমবিকাশ লাভ করে।

অনেক গবেষক আরব মুসলিমদের স্বাধীনতা ও বিজয়ের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের অন্তর্নিহিত রহস্য অনুসন্ধান করেছেন। কেউ কেউ সাসানীয় ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকেই এর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, ধর্মীয় বিভাজন, সামাজিক বৈষম্য এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অবসাদ এই দুই সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দিয়েছিল, যা মুসলিমদের বিজয়কে সহজতর করে।

তবে এসব কারণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এগুলো ছিল মূলত নেতিবাচক বা সহায়ক উপাদান। এগুলো কেবল আরব মুসলিমদের জন্য সাসানীয় ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের উপর বিজয় অর্জনের পথ সুগম করেছিল; কিন্তু বিজয়ের প্রকৃত রহস্য এসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই রহস্য নিহিত ছিল মুসলিমদের আদর্শ, ঈমান, নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের মতো ইতিবাচক শক্তির মধ্যে, যা তাদেরকে ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তনকারী এক অসাধারণ শক্তিতে পরিণত করেছিল।

এভাবেই আরবরা ইসলামের মাধ্যমে তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করে, আর ইসলামও আরবদের মাধ্যমে তার ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাফল্যের সাক্ষী হয়। তাই দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির দৃষ্টিতে ইসলাম ও আরব একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকা মোটেই বিস্ময়কর নয়।

এই বিশ্বকোষে আমরা ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি, বিশেষত মুসলিমদের গৌরবময় বিজয়গাথা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছি। আমরা এখানে সেইসব বিজয়ের কথা তুলে ধরব, যেগুলোর মাধ্যমে মুসলিমরা আত্মত্যাগ, উদারতা, বীরত্ব ও অসীম সাহসিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

আমরা মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, আমাদের নিয়্যতকে খাঁটি রাখেন এবং এ কাজকে সফলতার পরিণতি দান করেন। তিনিই আমাদের শক্তি, সাহায্য ও তাওফীকের একমাত্র উৎস। তাঁরই উপর আমরা ভরসা করি এবং তাঁরই কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

-লেখক

সূচিপত্র

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলামী বিজয়সমূহ | ২৩

[১] খলীফা আবূ বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর যুগে বিজয়সমূহ—২৪

ইরাক ও শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) বিজয়ের সূচনা ২৭
তবে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে কি মুসলিমরা এত শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিল? ৩১
ইরাক বিজয়ের সূচনা ৩১
খলীফার অনুমতি ও অভিযানের সূচনা ৩২
সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর আগমন ও সৈন্যবিন্যাস ৩২
হুরমুযকে সতর্কবার্তা ও পারস্যের দম্ভ ৩৪
যাতুস সালাসিল: শিকলবদ্ধ বাহিনীর পরাজয়.......................... ৩৪
পারস্যের সম্মিলিত প্রতিরোধ ও আল-ওয়ালজা বিজয় ৩৬
আলিস বিজয় ও খলীফার বিস্ময় ৩৮
হীরা বিজয় ও বিখ্যাত চারটি প্রাসাদ.................................. ৩৯
আনবার ও যাতুল উয়ূন বা চোখের যুদ্ধ ৪১
আইনুত তামর ও দাওমাতুল জানদাল বিজয়........................... ৪২

বৃহত্তর সিরিয়া বিজয়ের সূচনা... ৪৪
সিরিয়া বিজয়ের গুরুত্ব ও প্রাথমিক অভিযান ৪৪
খলীফার ঐতিহাসিক নির্দেশনা ও সামরিক নছীহত.................... ৪৫
সেনাপতিদের নিয়োগ ও সিরিয়া অভিমুখে অগ্রযাত্রা ৪৭
আজনাদাইন যুদ্ধ: রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে মহাবিজয় ৪৮
প্রথম খলীফার ইন্তিকাল... ৪৯
খেলাফতের ধারাবাহিকতা এবং উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর মনোনয়ন....... ৪৯

২. খলীফা উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর যুগে বিজয় অভিযান—৫১

খেলাফত গ্রহণ ও 'আল-ফারূক' উপাধি................................ ৫১
আমীরুল মুমিনীন উপাধির প্রচলন ও সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ............ ৫২

ইরাক ময়দানে বিজয় যুদ্ধসমূহ ৫৩
খলীফা আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর অছিয়ত ও পারস্য-ভীতি ৫৩
মুসান্না আশ-শায়বানীর সাহসী আহ্বান ৫৪
আবূ উবাইদ আস-সাকফীর নেতৃত্ব ও খলীফার হেদায়াত ৫৪
পারস্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও রুস্তমের উত্থান ৫৫
জিসর (সেতু) যুদ্ধ ৫৬
রণক্ষেত্রের ভুল সিদ্ধান্ত ও আবূ উবাইদের শাহাদত ৫৬
পরাজয়ের গ্লানি ও মদীনার প্রতিক্রিয়া ৫৮
খলীফার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত: মুরতাদদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ.................. ৫৮
বুওয়াইব যুদ্ধ: মুসলিম বাহিনীর নতুন উদ্যম ৫৯
আশ-শামূস ঘোড়া ও মুসান্নার রণকৌশল ৫৯
দশের যুদ্ধ: এক লক্ষ সৈন্যের পতন ৬০
আল-বুওয়াইবের ফলাফল ও চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বাভাস ৬১
কাদিসিয়ার যুদ্ধ ৬২
খলীফা উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর রণঘোষণা ও আরবের প্রস্তুতি............ ৬৩
সেনাপতি নির্বাচন: 'নগ্ন সিংহ' সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ৬৫
কাদিসিয়ার পথে: মুসলিম বাহিনীর সৈন্যবিন্যাস ৬৭
আল-মুসান্নার অন্তিম অছিয়ত ও সামরিক প্রজ্ঞা........................ ৬৮
কাদিসিয়ার রণাঙ্গন: ভৌগোলিক রূপরেখা ৬৮
খলীফার কৌশলগত দিকনির্দেশনা ও পত্রবিনিময় ৭০
রুস্তমের দোটানা ও সম্রাটের অধৈর্য নির্দেশ ৭৩
সত্যের আহ্বান: পারসিক রাজদরবারে দূত প্রেরণ ৭৪
ইয়াযদাজিরদের দরবারে ইসলামের অকুতোভয় দূতগণ ৭৪
সম্রাটের দম্ভ ও আছিম ইবনু আমরের বিজয় সংকেত.................. ৭৮
রুস্তমের বিশাল বাহিনী ও 'দিরফাশ কাবিয়ান' ৭৮
হীরাবাসীদের যুক্তি: অসহায়ত্ব ও আত্মরক্ষার কৌশল ৭৯
কৌশলগত দ্বন্দ্ব: আমর ইবনু মা'দী ও কায়স ইবনু হুবায়র............ ৮০
রুস্তমের জ্যোতিষবিদ্যা ও অশুভ সংকেতের চিঠি........................ ৮১
পারসিকদের দম্ভ বনাম মুসলিমদের ঈমানী দৃঢ়তা........................ ৮৩

প্রথম দফা আলোচনা: যুহরা ইবনু হাওয়িয়্যাহ ও সাম্যের দাওয়াত ... ৮৪
দ্বিতীয় দফা আলোচনা: রিবঈ ইবনু আমির ও পারস্যের জৌলুস ৮৬
চূড়ান্ত আলোচনা: উপহারের প্রস্তাব ও রুস্তমের ব্যর্থতা ৮৮
আল-আতীক পার হওয়া ও চূড়ান্ত যুদ্ধের রণসজ্জা ৮৮
প্রথম দিন: ইয়াওমু আরমাস (উত্তেজনা বা মিলেমিশে যাওয়ার দিন) ৮৯
রণক্ষেত্রের দ্বৈরথ ও হাতিদের আক্রমণ প্রতিহত ৯২
ইয়াওমু আগওয়াস: শামের সাহায্য ও আল-ক্বাক্বা এর রণকৌশল ... ৯৫
বাহমান বাযাওয়াইহ-এর পতন ও প্রতিশোধ.......................... ৯৬
তৃতীয় দিন: 'ইয়াওমুল আমাস' বা শ্বেত হাতির বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই..৯৭
লায়লাতুল হারীর: মর্মভেদী শব্দের সেই ভয়াল রাত.................. ৯৯
আল-ক্বাক্বার কবিতা ও বিজয়ের পূর্বাভাস ১০১
ধুলোঝড় ও রুস্তমের সিংহাসনচ্যুতি...................................... ১০১
কা'বার রবের শপথ! রুস্তম নিহত! ১০২
কাদিসিয়ার বিজয় ও পারস্যের পতন ১০২
যুদ্ধের পর মাদায়েন এবং পরবর্তী বিজয় ১০২
মাদায়েনের দিকে অগ্রযাত্রা ১০৪
বাহুরাসির বিজয়... ১০৫
মাদায়েনের চূড়ান্ত বিজয়... ১০৬
জালুলা বিজয়... ১০৮
খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর চুক্তি ও নীতি ১০৯
তিকরিত ও মসুল বিজয় ১০৯
মসুলে চূড়ান্ত বিজয় ১১১
পরবর্তী অভিযান ও বাইজান্টাইনদের অত্যাচার......................... ১১২
শাম সীমান্তে ইসলামী মুক্তি আন্দোলন................................. ১১৫
দামেস্ক বিজয় এবং নেতৃত্বের পরিবর্তন................................. ১১৫
ইয়ারমূকের যুদ্ধ ১১৬
বিজয়ের পরবর্তী সামরিক কৌশল ১১৭
মুসলিমদের প্রতি মুক্ত হওয়া জনগণের বিশ্বাস........................ ১১৯
বায়তুল মুকাদ্দাস (ইলিয়া) বিজয়...................................... ১১৯
প্রাথমিক আহ্বান ও জবাব ১২১
অবরোধ থেকে আক্রমণের নির্দেশ ১২২

চূড়ান্ত সংঘাতের আহ্বান ১২২
প্রথম পরিচয় পর্ব.. ১২৩
দ্বিতীয় সংলাপ ও নববী ভবিষ্যদ্বাণী ১২৪
খলীফার প্রতি আবূ উবায়দা রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর বার্তা ১২৭
মদীনায় পরামর্শ ও খলীফার প্রস্থান ১২৭
বায়তুল মুকাদ্দাসে উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর আগমন ও ভাষণ ১২৮
ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও সন্ধি.. ১৩০
আল-উহদাত আল-উমারিয়্যাহ (উমারী চুক্তিপত্র) ১৩১
চুক্তির তাৎপর্য.. ১৩২
হালাব (Aleppo) শহর বিজয় ১৩৩
দীর্ঘ দুর্গ অবরোধ ও খলীফার নির্দেশনা................................. ১৩৩
দামিস-এর কৌশল ও চূড়ান্ত বিজয়...................................... ১৩৫
উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর জাবিয়া সম্মেলন ১৩৬
মিশর বিজয়.. ১৩৬
আয়নুশ শামস-এর যুদ্ধ (Battle of Heliopolis).................. ১৩৭
সামরিক প্রস্তুতি ও কৌশল ১৩৭
যুদ্ধের মোড় এবং বাবিলিয়ন দুর্গের পতন ১৩৮
ফাইয়ুম বিজয়.. ১৩৯
বাবিলিয়ন দুর্গ বিজয় (Conquest of Babylon Fortress) ১৪০
খলীফার নির্দেশনা ও আক্রমণ ১৪০
মুকউকিস-এর সন্ধি এবং হিরাক্লিয়াস-এর সাথে মতপার্থক্য......... ১৪২
মিশর বিজয়ের খবর ও বর্ণনা ১৪৩
আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর চিঠিতে মিশরের বর্ণনা ১৪৩
সন্ধির শর্তাবলি (মিশর)... ১৪৪
মূল চুক্তিপত্র (আল-আমান).. ১৪৫
আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ১৪৬
নিকিয়ার দখল.. ১৪৬
আলেকজান্দ্রিয়ার পতন... ১৪৭
বিজয় ও স্থিতিশীলতা ১৪৭
বিজয়ের তাৎপর্য.. ১৪৭

(৩) উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর শাসনামলে বিজয় অভিযান—১৪৯

পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধসমূহ ১৪৯
পারস্যের বিজয় সম্পন্নকরণ ১৫০
প্রথম ধাপ: হামাযান ও কাজভিন (২৪-২৫ হিজরী) ১৫০
বিদ্রোহ দমন ও কর পুনঃস্থাপন (হামাদান, রয়) ১৫১
দক্ষিণ ও পশ্চিম পারস্যের অভিযান (২৪-২৭ হিজরী) ১৫২
অন্যান্য অভিযান (২৬-২৭ হি.) ১৫২
আযারবাইজান ও দায়লামে অভিযান (২৫ হিজরী/৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) .. ১৫৩
সন্ধির শর্তাবলি ১৫৪
দায়লাম ও আযারবাইজানে দ্বিতীয় বিদ্রোহ দমন ১৫৪
আব্দুল্লাহ ইবনু আমিরের অভিযান ও ইসতখর বিদ্রোহ ১৫৫
উবায়দুল্লাহর শাহাদত ১৫৫
জাওর বিজয় ও আব্দুল্লাহর শপথ ১৫৫
ইসতখরের চূড়ান্ত পতন ও প্রশাসনিক বিন্যাস ১৫৬
ইসতখরের চূড়ান্ত বিজয় ১৫৬
প্রশাসনিক বিন্যাস ১৫৭
পলাতক সৈন্যদের পিছু নেওয়া ১৫৭
আল-জাবাল, ইসফাহান ও অন্যান্য অভিযান ১৫৮
ইসফাহান ও ছোট অঞ্চলের বিজয় (২৯ হিজরী) ১৫৮
খওয ও আরদ শিরখুরহ-এর চূড়ান্ত দখল ১৫৯
নতুন সামরিক অধ্যায়ের সূচনা ১৫৯
কারমান-এর বিজয় ১৬০
বিজয়ের পথে অভিযান ১৬০
ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ১৬১
দ্বিতীয় বিদ্রোহ দমন ১৬১
সিজিস্তান-এর বিজয় ১৬১
মরুভূমি অতিক্রম ও যালিক বিজয় ১৬২

যারাঞ্জ শহরের দখল ১৬২
সিজিস্তানে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন ১৬৩
দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ দমন (৩৩ হিজরী) ১৬৩
খোরাসান বিজয় ১৬৪
উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর অধীনে পুনরায় অভিযান ১৬৪
কৌশলগত আক্রমণ এবং নিশাপুরের পতন ১৬৫
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিজয় ১৬৬
ইয়াযদাজিরদ ৩য়-এর পরিণতি ১৬৮
তাবারিস্তান বিজয় ১৬৮
জুরজান ও তমিসা ১৬৮
পরবর্তী বিজয় ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ১৬৯
তুখরিস্তান বিজয় ১৬৯
প্রথম সন্ধি ও শর্ত ১৬৯
বিদ্রোহ ও ভয়ংকর যুদ্ধ ১৬৯
মারভ আর-রুজ-এর চুক্তির অর্থ পরিশোধ ১৭০
আরমানিয়া বিজয় ১৭০
হাবীব ইবনু মাসলামার যাত্রা ও কলিকলা বিজয় ১৭১
বাইজান্টাইনদের বিশাল সৈন্য সমাবেশ ও সাহায্য চাওয়া ১৭১
খলীফা উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর নির্দেশ ১৭২
সালমান ইবনু রবীআর আগমন ১৭২
খলীফার কৌশলগত তদারকি ১৭২
সালমান ইবনু রবীআর বিজয় অভিযান ১৭৩
আল-বায়লাকন ও বারযআ বিজয় ১৭৩
অন্যান্য অঞ্চলের মুক্তি ১৭৩

বালানজার যুদ্ধ ও সালমানের শাহাদত ১৭৪
আল-বাব শহরে প্রবেশ ১৭৪
বালানজার-এর কঠিন যুদ্ধ ১৭৪
হাবীব ইবনু মাসলামার নেতৃত্বে আরমানিয়ার চূড়ান্ত মুক্তি ১৭৫

সন্ধির মাধ্যমে বিজয় ১৭৫
বুসফারজান ও জাযরন-এর মুক্তি ১৭৫
গভর্নর নিয়োগ ও সামরিক তাৎপর্য ১৭৬
নৌবাহিনী গঠন ও সমুদ্রে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১৭৬
উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর আপত্তির নীতি ১৭৭
উছমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর প্রাথমিক নীতি ও সুফিয়ানের দুর্গ ১৭৭
সাইপ্রাস বিজয় ১৭৮
সামরিক ঘাঁটি স্থাপন ১৮০
আরওয়াদ দ্বীপ মুক্তি অভিযান ১৮০
যাতুস সওয়ারী-এর যুদ্ধ (মাস্তুলের যুদ্ধ) ১৮১
যাতুস সওয়ারী: এক ঐতিহাসিক সংঘর্ষ ১৮১
আরবদের বিজয় এবং পরিণতি ১৮২

সিসিলি (সিকিল্লিয়্যাহ) বিজয় শুরু ১৮৩
অভিযানের প্রেক্ষাপট ও প্রস্তুতি ১৮৩
রাজা ও আরব দূতের মধ্যে কথোপকথন ১৮৪
যুদ্ধ ও বিজয় ১৮৫

রোদস (Rhodes) দ্বীপ বিজয় ১৮৭
কৌশলগত গুরুত্ব ও অভিযানের অনুমতি ১৮৭
রোদস দ্বীপে প্রচণ্ড যুদ্ধ ১৮৭
বিজয়ের আনন্দ এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন ১৮৮

মাগরিব (আফ্রিকা) বিজয় শুরু ১৮৯
সীমান্ত সুরক্ষার সিদ্ধান্ত ১৮৯
আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে নিয়োগ ১৮৯
খলীফার সামরিক প্রস্তুতি ও শক্তিবৃদ্ধি ১৯০
সিওয়েতলা-এর নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ ১৯১
আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর সাহায্য ১৯১
সন্ধি ও আফ্রিকার স্থিতিশীলতা ১৯১

উমাইয়া খেলাফতের অধীনে ইসলামী বিজয় | ১৯৩

১. খলীফা মুআবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর শাসনামলে বিজয় [৪১-৬০ হিজরী]—১৯৪

উমাইয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও বৈশিষ্ট্য ১৯৪
গুরুত্বপূর্ণ গভর্নর নিয়োগ ১৯৪

রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় সম্পন্নকরণ ১৯৬
বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা ও মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর ভূমিকা ১৯৬
এশিয়া মাইনর বা 'আর-রূম' পরিচয় ১৯৬
রোমান নাম, গ্রীক আধিপত্য ও জাতিগোষ্ঠী ১৯৭
আল-জারজিমাহ: শামের সীমান্তবর্তী জাতি ১৯৭
ফিতনার সময় রোমানদের কৌশল ১৯৮
মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর যুদ্ধবিরতি ও দীর্ঘমেয়াদী আক্রমণ ১৯৮
'আছ-ছুগুর' (সীমান্ত) পরিচয় ও সামরিক ভূগোল ১৯৯
আরব বসতি এবং সীমান্তরক্ষী ২০০
বার্ষিক সামরিক অভিযান ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ২০০

কনস্টান্টিনোপল অবরোধ এবং সমুদ্র বিজয় ২০২
দুর্ভেদ্য কনস্টান্টিনোপল ২০২
প্রথম অবরোধের উদ্যোগ (৪৮ হিজরী) ২০২
নৌবাহিনীর সহযোগিতা ও দীর্ঘ অবরোধ ২০৩
ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ দখল ২০৩
গ্রীক ফায়ার-এর ভূমিকা ২০৪

আফ্রিকা বিজয় সম্পন্নকরণ ২০৫
বারবার জাতি ও তাদের প্রকৃতি ২০৫
মাগরিবের দখলদারিত্ব ২০৫
মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর অভিযান ও উকবা ইবনু নাফি'র ভূমিকা ২০৭
উকবা ইবনু নাফি'র নেতৃত্বে মাগরিবের অভ্যন্তরে অভিযান ২০৭
জারমাহ ও ফাজ্জান বিজয় ২০৮
সিসিলিতে আরব সামরিক অভিযান ২১২

২. খলীফা ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়া-এর শাসনামলে বিজয় [৬০-৬৪ হিজরী]—২১৫

উকবার বিজয় অভিযান এবং শাহাদত ২১৬
যুহায়ের ইবনু কায়স-এর পিছু হটা ২১৭

৩. খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের শাসনামলে বিজয় অভিযান [৫৬-৮৬ হিজরী]—২১৮

আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের ক্ষমতালাভ ও ফুতূহাতের পুনরুত্থান ২১৮
রোমান ময়দানে বিজয় অভিযানের প্রত্যাবর্তন ২১৮
জারজিমাহ ও আর্মেনিয়ার পরিস্থিতি ২১৯
খলীফাদের সতর্কতা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ২২০
আব্দুল মালিকের কূটনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপ ২২০
সিরীয় ময়দানে বার্ষিক অভিযান ২২১
এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ২২২

আফ্রিকা বিজয়ের সমাপ্তি ২২৩
যুহায়ের ইবনু কায়সের নেতৃত্বে অভিযান ২২৩
যুহায়েরের সংকট ও আব্দুল মালিকের সহায়তা ২২৩
কাসীলা ও বারবারদের পরাজয় ২২৪
যুহায়েরের শাহাদত ২২৫
হাসসান ইবনুন নু‘মান আল-গাসসানীর বিজয় ২২৬
কাহিনার প্রতিরোধ ২২৬
কার্থেজ পুনরুদ্ধার ও কাহিনার পতন ২২৭
মূসা ইবনু নুছাইরের শাসন ২২৮

বিজয় অভিযান ও আরবী ভাষা প্রবর্তন আন্দোলন ২২৯
প্রশাসনিক (দিওয়ান) ব্যবস্থার ইতিহাস ২২৯
আব্দুল মালিকের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ২৩০
আরবীকরণের প্রভাব ২৩১

ইসলামী মুদ্রা প্রচলন (আস-সিক্কাত আল-ইসলামিয়্যাহ) ২৩২
ইসলামী মুদ্রার প্রারম্ভিক পরিস্থিতি ২৩২

আব্দুল মালিকের কৃতিত্ব ও মুদ্রা সংস্কার ২৩৩
সিক্কা (মুদ্রা) পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য... ২৩৩
মা-ওয়ারাআন-নাহর (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) বিজয় ২৩৪
জনগোষ্ঠী ও শাসন ব্যবস্থা ২৩৫
মা-ওয়ারাআন-নাহরের স্বাধীন রাজ্যসমূহ.................................. ২৩৫
মা-ওয়ারাআন-নাহরের মধ্যভাগের রাজ্যসমূহ............................... ২৩৬
নদীর ভাটির (ডেল্টা) রাজ্যসমূহ ২৩৭
সায়হুন নদীর তীরবর্তী রাজ্যসমূহ ২৩৮
পার্শ্ববর্তী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা: তুর্কি ও চীন.................................. ২৩৮
খাকান: তুর্কিদের নেতা ২৩৯
দূর চীন সাম্রাজ্য ২৪০
আরবদের প্রাথমিক অভিযান... ২৪০
আব্দুল মালিকের সময় বিজয়ের অগ্রগতি ২৪১
আব্দুল মালিকের মৃত্যু ২৪২

৪. ওয়ালিদ ইবনু আব্দুল মালিকের শাসনামলে বিজয় অভিযান [৮৬-৯৬ হিজরী]—২৪৩

উত্তরাধিকার পরিবর্তন ২৪৩
স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন ২৪৪

রোমান ময়দানে বিজয় অভিযানগুলোর প্রত্যাবর্তন ২৪৫
বিজয়ের নতুন গতি ২৪৫
গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ জয় ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন................................. ২৪৬
আল-জারজিমাহ (Gargamites) দমন ২৪৬

আন্দালুস (স্পেন) বিজয় ২৪৭
মাগরিব বিজয়ের ফল ২৪৭
জুলিয়ান ও রডারিক ২৪৮
স্পেন আক্রমণের প্রস্তুতি ও প্রথম অভিযান................................ ২৪৮

তারিক ইবনু যিয়াদের নেতৃত্বে চূড়ান্ত বিজয়.................................. ২৫০
আন্দালুসে অবতরণ... ২৫০
ওয়াদি লাক্কার সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ.. ২৫১

তারিকের অভিযান ও টলেডো বিজয়.................................. ২৫১
মূসা ইবনু নুছাইরের আগমন ২৫২
মূসার প্রথম দিকের বিজয় ২৫২
সামরিক রণকৌশলের মূল লক্ষ্য ২৫৩
সেভিল (ইশবিলিয়াহ) বিজয় ২৫৩
মারিদা বিজয় ২৫৪
শহীদদের টাওয়ার (বুর্জুশ শুহাদা)...................................... ২৫৪
সেভিল পুনরুদ্ধার ও সামরিক স্থিতিশীলতা............................ ২৫৫
উত্তর-পশ্চিম আন্দালুসের দিকে যাত্রা ২৫৫
মূসা ও তারিকের সাক্ষাৎ ২৫৬
দ্বিতীয় চূড়ান্ত যুদ্ধ ও রডারিকের মৃত্যু................................... ২৫৬
টলেডো পুনরায় জয় ও নতুন ব্যবস্থা..................................... ২৫৭
উত্তর আন্দালুস বিজয় ২৫৭
দামেস্কের তলব ও মূসার দৃঢ় সংকল্প ২৫৮
তারিকের অভিযান ও ‘বনূ ফারতুন’-এর উত্থান ২৫৮
মূসার শেষ অভিযান: আটলান্টিকের উপকূলে.......................... ২৫৯

বিজয় অভিযানের সমাপ্তি ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ **২৬০**
আটলান্টিক বিজয় ও গথদের অবশিষ্টাংশ ২৬০
খলীফার তলব... ২৬১
ফ্রান্সের দিকে অভিযান (গাল ভূখণ্ড) ২৬১
পশ্চিম আন্দালুস (পর্তুগাল) বিজয় ও কৌশলগত পরিকল্পনা ২৬১
প্রত্যাবর্তন ও নতুন রাজধানী স্থাপন ২৬২
খলীফার দরবারে মূসা ও তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা.............................. ২৬৩

ট্রান্সঅক্সিয়ানা (মা-ওয়ারাআন-নাহর) বিজয় **২৬৫**
খলীফা ওয়ালিদের নীতি ও কুতায়বার নিয়োগ.......................... ২৬৫
কুতায়বার প্রাথমিক অভিযান: তোখারিস্তান ও সগনিয়ান............. ২৬৫
শুমান ও আখরুন বিজয়.. ২৬৬
মার্ভে প্রত্যাবর্তন ও ফারগানা অভিযান.................................. ২৬৬

বায়কান্দ বিজয় **২৬৮**
অভিযানের পরিকল্পনা ও পাইকান্দের গুরুত্ব.................... ২৬৮
অবরোধ ও মুসলিম বাহিনীর সংকট ২৬৯
সাহস ও বিজয় ২৬৯
বিশ্বাসঘাতকতা ও বায়কান্দ পুনর্দখল ২৬৯
বুখারার দিকে দ্বিতীয় অভিযান ও কূটনৈতিক চাল..................... ২৭০
বুখারার মিত্রবাহিনী ও কুতায়বার বীরত্ব ২৭০
কূটনৈতিক বিজয়.. ২৭১
বুখারা বিজয়.. ২৭১
হাজ্জাজের সামরিক নির্দেশনা ও চূড়ান্ত পরিকল্পনা ২৭২
বুখারার চূড়ান্ত যুদ্ধ ২৭২
নদী পারাপার ও চূড়ান্ত বিজয় ২৭৩
নিজাক তারখান (Nēzak Tarkhān)-এর বিদ্রোহ ও তার পরিণতি ২৭৪
কুতায়বার কৌশল ও বিদ্রোহ দমন.................................... ২৭৪
প্রশাসনিক সংহতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা................................... ২৭৫

খাওয়ারিজম বিজয় **২৭৬**
কুতায়বা ইবনু মুসলিমের মহাঅভিযান ও রাজনৈতিক কৌশল........ ২৭৬
খাওয়ারিজম আক্রমণ ২৭৬
খামজার্দ ও খুরযাদের পতন ২৭৭

সমরকন্দ বিজয় **২৭৮**
সমরকন্দের কৌশলগত গুরুত্ব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট.............. ২৭৮
তুর্কি মিত্রদের আগমন ও মরণপণ লড়াই............................. ২৭৮
কুতায়বার দূরদর্শী যুদ্ধ পরিকল্পনা ২৭৯
অতর্কিত হামলা ও শত্রুবাহিনীর বিপর্যয়............................ ২৮০
সমরকন্দের চূড়ান্ত বিজয় ও কুতায়বার মসজিদ ২৮০

তাশখন্দ (الشاش) ও ফারগানা বিজয় **২৮২**
অভিযানের পটভূমি ও পরিকল্পনা..................................... ২৮২
যুগপৎ অভিযান ও সাফল্য ২৮৩
সামরিক পুনর্গঠন ও খেলাফতের নির্দেশ ২৮৩
চীনের কাশগর বিজয় ও মধ্য এশিয়ায় অভিযানের সমাপ্তি ২৮৪

কাশগর অভিযানের জন্য কুতায়বার বিশেষ পরিকল্পনা................ ২৮৪
চীন সম্রাটের সাথে সংলাপ ২৮৫
সম্রাট ও কুতায়বার সমঝোতা... ২৮৬
কুতায়বার অনন্য কৃতিত্ব ও উত্তরাধিকার ২৮৭

সিন্ধু বিজয়: ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশদ্বার.................. ২৮৮
সিন্ধু অঞ্চলের ভৌগোলিক ও জাতিগত পরিচয়.......................... ২৮৮
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতার পরিবর্তন ২৮৯
মুসলিমদের প্রাথমিক অভিযানসমূহ.. ২৮৯
সংঘাতের সূত্রপাত: মুহাম্মাদ বিন কাসিমের অভিযান ২৯০
খলীফার অনুমতি ও জলদস্যুদের তাণ্ডব..................................... ২৯০
তরুণ সেনাপতি ও সামরিক বিস্ময় ২৯১
দেবল বিজয় ও জলদস্যু ঘাঁটির পতন.. ২৯১
উত্তর দিকে অগ্রযাত্রা ও স্থানীয় সমর্থন ২৯২
মুলতান বিজয় ও কাশ্মীর সীমান্ত... ২৯২
ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও খলীফা ওয়ালিদের ইন্তিকাল ২৯৩

৫. খলীফা সুলায়মান ইবনু আব্দুল মালিকের শাসনামল ও অভিযান [৯৬-৯৯ হি.]—২৯৪

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ২৯৪
কনস্টান্টিনোপল (القسطنطينية) অবরোধ ২৯৪
অভিযানের পটভূমি ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ.................................. ২৯৪
রোমান সাম্রাজ্যের অস্থিরতা ও লিওনের প্রতিশ্রুতি....................... ২৯৫
ঐতিহাসিক প্রস্তুতি ও মার্জ দাবিক ২৯৬
অভিযানের সূচনা ও রোমান সম্রাটের পতন ২৯৬
লিওনের বিশ্বাসঘাতকতা ও অবরোধ.. ২৯৬
নৌ-অভিযান ও বুলগারদের হস্তক্ষেপ ২৯৭
প্রতিকূল পরিবেশ ও সেনা প্রত্যাহার ২৯৭
পরিণাম ও সংকল্প.. ২৯৮

কাস্পিয়ান সাগরের আশপাশের অঞ্চলের বিজয় ২৯৯
ইয়াযীদ ইবনু আল-মুহাল্লাবের উত্থান ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ২৯৯

কাস্পিয়ান অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সামরিক গুরুত্ব ৩০০

কুহিস্তান বিজয়.. ৩০১
ভৌগোলিক ও জাতিগত পরিচয় ৩০১
বিজয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস.. ৩০১
ইয়াযীদ ইবনু আল-মুহাল্লাবের চূড়ান্ত বিজয়.......................... ৩০২

জুরজান বিজয় ৩০৩
ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়.. ৩০৩
প্রাথমিক বিজয় ও দীর্ঘ বিরতি.. ৩০৩
রাজনীতি, কূটনীতি ও চূড়ান্ত বিজয় ৩০৪
বিদ্রোহ ও দ্বিতীয় বিজয়.. ৩০৪

তাবারিস্তান বিজয় ৩০৫
ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচয়.. ৩০৫
তাবারিস্তানের নামকরণ ও যোদ্ধা জাতি................................ ৩০৫
প্রতিরোধের ইতিহাস.. ৩০৫
ইয়াযীদের কৌশল ও সন্ধি ৩০৬
খলীফা সুলায়মানের ইন্তিকাল ও মূল্যায়ন ৩০৬

৬. খলীফা হিশাম ইবনু আব্দুল মালিকের আমলে অভিযানসমূহ [হি. ১০৫-১২৫]—৩০৭

বালাদ আল-শুহাদা: শহীদদের যুদ্ধের প্রাঙ্গণ................................ ৩০৭
পটভূমি ও প্রাথমিক অভিযান ৩০৭
আব্দুর রহমান আল-গফীকীর নেতৃত্ব ও অগ্রগতি ৩০৮
বালাদ আল-শুহাদার মহাসংগ্রাম.. ৩০৮
উত্তরকালীন প্রভাব ও বিস্তার ৩০৯

আব্বাসীয় শাসনামলে ইসলামী বিজয়সমূহ | ৩১১

[১] খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানছূরের আমলে অভিযানসমূহ [১৩৬-১৫৮ হি.]—৩১২

আব্বাসীয় খেলাফতের পটভূমি ৩১২

প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবূ জা‘ফর আল-মানছূর ৩১২
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সুশাসন ৩১৩
রোমান সীমান্তে বিজয়সমূহ **৩১৪**
আছ-ছুগুর: ইসলামী খেলাফতের অভেদ্য প্রাচীর ৩১৪
প্রাথমিক সংঘাত ও আব্বাসীয় প্রতিক্রিয়া ৩১৪
খলীফা আল-মানছূরের সুসংগঠিত পরিকল্পনা ৩১৫
স্থাপত্য ও প্রতিরক্ষা কৌশলের সমন্বয় ৩১৫

[২] খলীফা আল-মাহদীর আমলে অভিযানসমূহ [১৫৮-১৬৮ হি.]—৩১৬

প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও জনপ্রিয়তা ৩১৬
রোমান সীমান্তে বিজয়ের ধারাবাহিকতা ৩১৬

৩. শাহজাদা হারূনের নেতৃত্ব ও ঐতিহাসিক বিজয় [১৬৩-১৬৫ হিজরী]—৩১৮

ফলাফল ও ‘আর-রশীদ’ উপাধি লাভ ৩১৯
সীমান্তে বিজয় অভিযান ৩২০

[৪] খলীফা আল-মামূনের আমলে অভিযানসমূহ [১৯৮-২১৮ হি.]—৩২২

চরিত্র ও পাণ্ডিত্য **৩২২**
রোমান সীমান্তে বিজয়ের ধারাবাহিকতা ৩২২
আল-মামূনের ‘মহাসিদ্ধান্ত’ ও চিরস্থায়ী পরিকল্পনা ৩২৩
সিসিলি (صقلية) বিজয়: ভূমধ্যসাগরে মুসলিম আধিপত্য............. ৩২৪
সিসিলি অভিযানের সূচনা ও মাযার বন্দর বিজয়...................... ৩২৬
সিরাকুসা অভিযান ও রোমান কৌশল ৩২৭
সিরাকুসা অভিমুখে যাত্রা ও কূটনৈতিক চাল ৩২৭
প্রতারণা ও ইউফেমিয়াসের বিশ্বাসঘাতকতা........................... ৩২৮
সিরাকুসা অবরোধ ও সেনাপতি আসাদের শাহাদত..................... ৩২৮

(৫) খলীফা আল-মু'তাছিমের আমলে অভিযানসমূহ (২১৮-২২৭ হি.)—৩৩১

ক্ষমতা গ্রহণ ও নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা ৩৩১

আমুরিয়া বিজয় ৩৩১
সামরিক পরিকল্পনা ও অগ্রযাত্রা ৩৩২
খলীফার সুশৃঙ্খল রণকৌশল ও বাহিনী বিন্যাস ৩৩২
রাজা থিওফিলাসের প্রতিরোধ ও কৌশল ৩৩৩
রণক্ষেত্রের মোড় পরিবর্তন: সম্রাটের সিদ্ধান্ত ৩৩৪
খলীফার রণকৌশল ও আঙ্কারা অভিমুখে যাত্রা ৩৩৪
গোয়েন্দা তথ্য ও সতর্ক অবস্থান ৩৩৫
বন্দিদের জবানবন্দি ও সম্রাটের গোপন পরিকল্পনা ৩৩৫
আল-আফশিনকে রক্ষার জরুরী তৎপরতা ৩৩৬
আঙ্কারার পথে চূড়ান্ত যাত্রা ৩৩৬
যুদ্ধের ময়দানে সম্রাট ও সেনাপতিদের দ্বিধা ৩৩৭
আনযানের যুদ্ধ: পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে রোমান বাহিনী ৩৩৭
সম্রাটের পলায়ন ও আঙ্কারার পতন ৩৩৮
আঙ্কারা বিজয় ও আরব বাহিনীর বিজয়যাত্রা ৩৩৯
সম্রাটের সন্ধি প্রস্তাব ও খলীফার অনড় অবস্থান ৩৩৯
আমুরিয়া অবরোধ: চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি ৩৪০
আমুরিয়া অবরোধ ৩৪০
এক গোপন তথ্য ও দুর্বল প্রাচীর ৩৪১
চূড়ান্ত আঘাত ও রোমানদের ব্যর্থ চেষ্টা ৩৪১
ইটিওসের গোপন চিঠি ও খলীফার বুদ্ধিমত্তা ৩৪২
নতুন সমরাস্ত্র ও পরিখা ভরাটের অভিযান ৩৪২
টানা তিন দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধ ৩৪৩
আমুরিয়ার পতন ৩৪৩
অতর্কিত বিজয় ও শহরের দখল ৩৪৪
পরবর্তী পদক্ষেপ ও বিজয় মিছিল ৩৪৫

মূল উৎসগ্রন্থ ও তথ্যসূত্র ৩৪৬

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলামী বিজয়সমূহ

(১) খলীফা আবূ বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর যুগে বিজয়সমূহ

তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু উছমান ইবনু আমির ইবনু আমর ইবনু সাঈদ ইবনু কায়িম ইবনু কুররাহ ইবনু কা'ব ইবনু লুয়াই আল-কুরাইশী। তার কুনিয়াত (উপনাম) আবূ বকর। তিনি আবূ কুহাফার পুত্র। আর আবূ কুহাফার নাম ছিল উছমান।

তার উপাধি ছিল 'আতীক'[১] অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। কেউ কেউ বলেন, তার চেহারার সৌন্দর্যের কারণেও এ নাম দেওয়া হয়েছিল।

> عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ»، فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا.
>
> আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা থেকে সাব্যস্ত আছে, একদা আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাক্ষাতে গেলেন। তখন তিনি বললেন, 'তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত'। সেই দিন থেকেই তাকে 'আতীক' নামে ডাকা হতো।২ কেউ কেউ বলেছেন, তার বংশে এমন কোনো দোষ-ত্রুটি ছিল না, যার জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হবে।

সমস্ত ইমাম একমত যে, তার উপাধি 'ছিদ্দীক' (সত্যবাদী)। আলী ইবনু আবী তালিব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, 'আল্লাহ তাআলাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মুখে আবূ বকর

---

১. শব্দটি মুক্ত ও সুন্দর দুটি অর্থেই ব্যবহার হয়।

২. তিরমিযী, হা/৩৬৭৯; হাদীছটি ছহীহ।

রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে 'ছিদ্দীক' নামে অভিহিত করিয়েছেন। এই নামে ডাকার কারণ হলো তিনি প্রথম মুহূর্ত থেকেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং সারাজীবন সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। ফলে তার নিকট হতে কখনো কোনো মিথ্যা বা দ্ব্যর্থতা প্রকাশ পায়নি।

হিজরী ১১ সনের ১২ রবীউল আউয়াল মাস অনুযায়ী ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ইন্তিকালের পর মুসলিমরা 'সাকীফা বনী সাঈদা'[৩] নামক স্থানে একত্রিত হন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পরে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একজনকে মনোনীত করা। এই বৈঠকের ফলস্বরূপ মুসলিম উম্মাহর মুহাজির ও আনছার সকলেই সর্বসম্মতভাবে আবূ বকর ছিদ্দীককে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উত্তরসূরি এবং প্রথম খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন। এরপর তারা তার হাতে খেলাফতের জন্য বায়আত করেন।[৪] সার্বজনীন বায়আতের পর আবূ বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু মিম্বারে উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণনা করে বলেন,

'হে মানুষ! আপনাদের উপর আমি দায়িত্বশীল নিযুক্ত হয়েছি, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। যদি আমি ভালো করি, তবে আমাকে সহযোগিতা করবেন আর যদি অন্যায় করি, তবে আমাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে দিবেন। সত্যবাদিতা হলো আমানত আর মিথ্যাচার হলো বিশ্বাসঘাতকতা। আপনাদের মধ্যে দুর্বল লোকটি আমার কাছে শক্তিশালী, যাতে আমি তার হক্ক আদায় করে দিই। আর আপনাদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল, যাতে আমি তার কাছ থেকে হক্ক আদায় করে নিই। ইন-শা-আল্লাহ! আপনাদের কেউ যেন জিহাদ পরিত্যাগ না করে। কেননা যে জাতি জিহাদ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছনার শিকার করেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আনুগত্য করব, ততক্ষণ আপনারাও আমার আনুগত্য করবেন। আর যদি আমি আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর অবাধ্য হই, তবে আমার প্রতি আপনাদের কোনো আনুগত্য আবশ্যক থাকবে না। আপনারা আপনাদের ছালাতের জন্য দাঁড়ান, আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন।[৫]

৩. সাকীফা বনী সাঈদা (سقيفة بني ساعدة), এটি মদীনার একটি স্থান, যা মূলত একটি ছাউনি বা ছাদবিশিষ্ট বসার জায়গা ছিল। বনী সাঈদা গোত্রের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। তারা আনছারদের অন্যতম শাখা, বনী সাঈদা ইবনু কা'ব ইবনুল খাযরাজ। সা'দ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর ঘরটি মদীনার বাজারের পাশে ছিল এবং এর নিকটেই এই সাকীফাটি অবস্থিত ছিল।

৪. আত-তবারী (الطبري), তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক (تاريخ الرسل والملوك), খণ্ড ৩, পৃ. ২১০।

৫. আত-তবারী (الطبري), তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক (تاريخ الرسل والملوك), খণ্ড ৩, পৃ. ২১০।

এইভাবেই আবূ বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মৃত্যুর পর মুসলিমদের প্রথম খলীফা হিসেবে মনোনীত হন।

খেলাফতের সংজ্ঞা:

خِلَافَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ 'এটি দ্বীন রক্ষা এবং দুনিয়ার শাসন পরিচালনার জন্য শরীআতের অধিপতির পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ'।[৬]

আর আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের মধ্যে সেই দায়িত্ব লাভ করেন। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে ফকীহগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কাউকে খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে 'বায়আত'-এর মাধ্যমে নিযুক্ত হয়।

বায়আত অর্থ:

> الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ، كَأَنَّ الْمُبَايِعَ يُعَاهِدُ أَمِيرَهُ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ النَّظَرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، لَا يُنَازِعُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُطِيعُهُ فِيمَا يُكَلِّفُهُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ.
>
> 'আনুগত্যের অঙ্গীকার' (বায়আত) হলো, একজন ব্যক্তি তার আমীরকে এই মর্মে অঙ্গীকার করে যে, সে নিজের ও মুসলিমদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের অধিকার আমীরকে অর্পণ করছে এবং এ নিয়ে তার সাথে কোনো বিরোধ করবে না। সুখকর হোক বা কষ্টকর, তাকে যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, সে সর্বদা আমীরের আদেশ মান্য করবে।[৭]

খেলাফত গ্রহণের পর আবূ বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সরাসরি রাষ্ট্রের বিষয়াদি পরিচালনা ও এর কল্যাণে মনোনিবেশ করেন। তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ইরাক ও শাম বিজয় লাভ করা।

---

৬. ইবনুল আছীর (ابن الأثير), আল-কামিল ফিত-তারীখ (الكامل في التاريخ), ২য় মুদ্রণ।
৭. প্রাগুক্ত (المصدر نفسه), পৃ. ২০৯।